শ্রীশ্রীহরিচাঁদের অন্যান্য ভ্রাতৃগণের বাল্যখেলা

ফরিদপুর জিলা মধ্যে সফলাডাঙ্গায়।
পঞ্চ ভ্রাতা জন্মিলেন এসে এ ধরায়।।
প্রভু আগমনে ধন্য হ'ল মর্ত্যপুরী।
বঙ্গদেশে ধন্য গ্রাম সফলানগরী।।
অগ্রগণ্য কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ ভজনেতে।
শুদ্ধাচারী কৃষ্ণভক্ত আর্ত্তি বৈষ্ণবেতে।।
একাদশী উপবাস তুলসী ভজন।
শ্রীহরি বাসরে হরি ব্রত পরায়ণ।।
নাম সংকীর্ত্তন আদি সদা সাধুসঙ্গ।
অন্তরে মাধুর্য্য শুধু প্রেমের তরঙ্গ।।
বৈষ্ণবদাসের মন বৈষ্ণব সেবায়।
বৈষ্ণবের সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ গুণগায়।।
প্রচুর অংশেতে জন্ম ভক্তিযুক্ত কায়।
ভক্তের হইয়া ভক্ত ভকতি শিখায়।।
স্বয়ং এর প্রতিজ্ঞা এ চিরদিন রয়।
'ভক্তের হইতে ভৃত্য মোর বাঞ্ছা হয়'।।
জানে না বৈষ্ণবদাস সাধু সেবা বিনে।
গৃহেতে বৈষ্ণব না আসিত যেই দিনে।।
জিজ্ঞাসা করিত মাতা অন্নপূর্ণা ঠাঁই।
বলে 'মাগো! আজ কি বৈষ্ণব আসে নাই?
বৈষ্ণবেরা পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জন।
বৈষ্ণব প্রসাদ নিতে বড়ই মনন।।
বৈষ্ণব নিশ্বাস ছাড়ে হরেকৃষ্ণ বলে।
তখন আমার মনে আনন্দ উথলে'।।
যার গলে মালা ভালে তিলক ধারণ।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন।।
বালক নিকটে যেত বাল্যখেলা লাগি।
বলে 'ভাই! এস খেলি বৈরাগী বৈরাগী'।।
একত্র হইয়া সব বালকের সনে।
বলে 'ভাই! ভাল মাটি পা'ব কোনখানে?'
যেখানে বিশুদ্ধ মাটি আনিত তুলিয়া।
অষ্টাঙ্গে লইত ফোঁটা সে মাটি গুলিয়া।।
বৈষ্ণবেরা যেমন পরিত বহির্ব্বাস।
তেমতি পরিত নিজ পরিধান বাস।।
তুলসীর চারা আনি করিত রোপন।
বলে 'ভাই হেথা কর নাম সংকীর্ত্তন'।।
হরি বলি বাহু তুলি নাচিয়া নাচিয়া।
ভূমে দিত গড়াগড়ি মাতিয়া মাতিয়া।।
নাম রসে খেলা বশে মত্ত সুধা পানে।
আহারাদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত মনে।।
গৌরিদাস গুণ ভাষ কহনে না যায়।
অহরহ বদনেতে হরি গুণ গায়।।
থাকিতেন বৈষ্ণবদাসের অনুগত।
বৈষ্ণব দেখিলে হইতেন পদানত।।
মাতৃ পিতৃ-আজ্ঞা মানি করিতেন কার্য্য।
ভ্রাতৃগণ-আজ্ঞা করিতেন শিরোধার্য্য।।
পৌগণ্ডেতে বালকের সঙ্গেতে মিশিয়া।
হরি হরি বলিতেন নাচিয়া নাচিয়া।।
স্বরূপদাসের বাল্যলীলা চমৎকার।
পিতৃসেবা মাতৃসেবা বিশুদ্ধ আচার।।
ভ্রাতৃগণ আজ্ঞাধীন সদা করে কার্য্য।
ভৃত্যবৎ ভ্রাতৃপরিচর্য্যাদি গাম্ভীর্য্য।।
অতিথি বৈষ্ণব পেলে করিত সেবন।
বালক বৈষ্ণব সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তন।।
অষ্টবিংশ মন্বন্তরের পুষ্পবন্ত কলি।
কাঁচা মধু অস্ফুটন্ত পুষ্পবন্ত কলি।।